মুস্তফার আনুগত্য

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ یَا حَبِیْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا نَبِیَّ اللّٰه وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ یَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَیْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِکَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবীদের তাজেদার, রাসূলদের সরদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "مَنْ صَلّٰی عَلَیَّ فِیْ یَوْمٍ اَلْفَ مَرَّۃٍ لَمْ یَمُتْ حَتّٰی یَرٰی مَقْعَدَهٗ مِنَ الْجَنَّةِ، যে (ব্যক্তি) আমার উপর এক দিনে এক হাজার বার দরূদে পাক পাঠ করে, সে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের স্থান জান্নাতের মধ্যে দেখে না নিবে।" (আত্‌তারগীব ওয়াত্‌তারহিব, কিতাবু যিকির ওয়া দোয়া, আত্‌তারগীব ফি আকসারুস সালাত আলান নাবীয়ি, ২/৩২৬, হাদীস- ২৫৯০)

ওয় তো নিহায়াত সাসতা সৌদা বেচ রাহাহে জান্নাত কা,
হাম মুফলিস কিয়া মওল চুপায়ে আপনা হাত হি খালি হে।

(হাদায়িকে বখশিশ, ১৮৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

বয়ান শুনার নিয়্যত সমূহ

✻ দৃষ্টিকে নত রেখে খুব মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনব। ✻ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'জানু হয়ে বসব। ✻ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিব। ✻ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারণ করব, অমনোযোগী হওয়া, ধমক দেয়া এবং বিশৃংখলা থেকে বেঁচে থাকব।

www.dawateislami.net

✻ تُوْبُوْا اِلَى الله, اُذْكُرُ الله, صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে জবাব দিব। ✻ বয়ানের পর নিজে আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান করার নিয়্যত সমূহ

✻ হামদ ও সালাত এবং মাদানী পরিবেশে পড়ানো হয় এমন দরূদ ও সালাম পড়াব। ✻ দরূদ শরীফের ফযীলত বলে صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! বলব, তখন নিজেও দরূদ শরীফ পাঠ করব এবং অন্যান্যদেরকেও পড়াব। ✻ সুন্নী আলিমের কিতাব থেকে পাঠ করে বয়ান করব। ✻ ১৪ পৃরার সূরা নাহল ১২৫ নং আয়াত: اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আপন প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করো পরিপক্ক কলাকৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা) এবং বুখারী শরীফের (৪৩৬১নং হাদীসে) বর্ণিত এই **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً "অর্থাৎ- আমার পক্ষ থেকে পৌছিয়ে দাও যদিও একটি মাত্র আয়াত হয়।" এতে প্রদত্ত আহকামের অনুসরণ করব। ✻ সৎকাজের নির্দেশ দিব এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করব। ✻ কবিতা পাঠ করতে এমনকি আরবী, ইংরেজী এবং কঠিন শব্দাবলী বলার সময় অন্তরের ইখলাছের প্রতি খেয়াল রাখব অর্থাৎ- নিজের জ্ঞানের ভাব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হলে তবে বলা থেকে বেঁচে থাকব। ✻ মাদানী কাফেলা, মাদানী ইন্‌আমাত, এমনকি এলাকায়ী দাওরা বারায়ে নেকীর দাওয়াত ইত্যাদির উৎসাহ প্রদান করব। ✻ অট্টহাসি দেয়া এবং অট্টহাসি হাসানো থেকে বেঁচে থাকব। ✻ দৃষ্টিকে হিফাজত করার জন্য যতটুকু সম্ভব দৃষ্টিকে নত রাখব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সোনার আংটি কুড়িয়ে নিলনা:

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এক ব্যক্তির হাতে সোনার আংটি পরিহিত অবস্থায় দেখল। **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তার হাত থেকে তা খুলে নিয়ে ফেলে দিলেন এবং ইরশাদ করলেন: "তোমাদের মাঝে কি কেউ এরূপ চাও যে, নিজের হাতে আগুনের কয়লা রাখবে?" যখন **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সেখান থেকে চলে গেলেন, তখন লোকেরা তাকে বললো: তুমি আংটিটি কুড়িয়ে নাও এবং বিক্রি করে উপকৃত হও। তিনি উত্তর দিলেন: না! যখন **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এটি ফেলে দিলেন, তখন **আল্লাহ্‌র** শপথ! আমি তা কখনো কুড়িয়ে নিব না। (মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুল লিবাস, বাবুল হাতেম, ১২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৩৭৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি কিরূপ ভক্তি ও আনুগত্য পোষণ করত, যদি তিনি চাইতেন তাহলে সেই আংটিটি উঠিয়ে অন্য কাজে ব্যবহার করতে পারতেন, কিন্তু রাসূলের আনুগত্যের পরিপূর্ণ প্রেরণা তাঁকে এই বিয়য়ে উদ্বুদ্ধ করেনি যে, যেই বস্তুটি **রাসূলে খোদা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم অপছন্দ করে দূরে ফেলে দিয়েছেন তাতে আবার হাত লাগাবেন। নিঃসন্দেহে প্রত্যেক মুসলমানকে সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان মতো **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য পোষণ করা উচিৎ। যেই বিষয়গুলো সম্পর্কে **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নিষেধ করেছেন সেই বিষয়গুলো থেকে বেঁচে থাকুন আর যে বিষয়ের আদেশ দিয়েছেন তা নিয়মিত পালন করুন। কেননা, মুসলমানদের **আল্লাহ্ তাআলা** ও **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য করা ওয়াজিব। যেমন- পারা ৯, সূরা- আলফাল এর ১নং আয়াতে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

وَ اَطِیۡعُوا اللّٰہَ وَ رَسُوۡلَہٗۤ اِنۡ كُنۡتُمۡ مُّؤۡمِنِیۡنَ ﴿۱﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর **আল্লাহ্** ও রাসূলের নির্দেশ পালন করো, যদি ঈমান রাখো। (পারা- ৯, সূরা- আনফাল, আয়াত- ১)

www.dawateislami.net

হাকিমুর উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যের মধ্যে পার্থক্য হলো; **আল্লাহ্ তাআলার** আনুগত্য হচ্ছে শুধুমাত্র তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর কাজের উপর আনুগত্য হতে পারে না। কিন্তু **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য তিনটি বিষয়ের উপর করতে হয়। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আমল কৃত কাজের উপর, বর্ণনা কৃত বাণী সমূহে এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সামনে যে কাজ করা হয়েছে আর **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাতে নিষেধ করেননি। এতেও আনুগত্য করা যাবে, অর্থাৎ **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যা বলেছেন তা মানো, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যা নিজে করে দেখিয়েছেন তাও মানো এবং যা অন্য কেউ করতে দেখে নিষেধ করেননি তাও মানো।

মুফতি সাহেব আরো বলেন: **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যের আদেশ দেয়াতে কেউ এরূপ ভাববেন না যে, যদি **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য না করা হয়, তবে **তাঁর (হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم**)** কোন ক্ষতি হবে। বরং তিনি তো তাঁর ফরয (ইসলাম প্রচার) আদায় করে নিয়েছেন। এখন না মানা, আর আনুগত্য না করার শাস্তি তোমাদেরই উপর বর্তায়। (শানে হাবীবুর রহমান, ৬৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলা মানুষদের জীবন অতিবাহিত করার এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার অর্জনের জন্য নিজের এবং নিজের **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য ও ভক্তি শ্রদ্ধা করার আদেশ দিয়েছেন। আর সাথে সাথে এও এখতিয়ার দিয়েছেন যে, **আল্লাহ্**র আদেশের উপর আমল করে তাঁর বাধ্য ও অনুগত হয়ে চাইলে জান্নাতের অবিনশ্বর নেয়ামতের স্বাদ গ্রহণ করা অথবা তাঁর অবাধ্য হয়ে জাহান্নামের অংশীদার হওয়া। তাই দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা অর্জনের জন্য **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র চরিত্রকে নিজের মাঝে ফুঠিয়ে তোলাই হচ্ছে নিরাপত্তা। কেননা, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক চরিত্রই হচ্ছে আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। যেমন- পারা- ২১, সূরা- আহযাব এর ২১নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে;

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্র অনুসরনই উত্তম। (পারা- ২১, সূরা- আহযাব, আয়াত- ২১)

প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর, হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه "তাফসীরে নূরুল ইরফান"এ এই আয়াত সম্পর্কে বলেন: জানতে পারলাম যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র জীবন সমস্ত মানুষের জন্য উদাহরণস্বরূপ। যাতে জীবনের কোন অংশই বাকী নেই এবং এও উদ্দেশ্য হতে পারে যে, **আল্লাহ্ তাআলা হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র জীবনকেই তাঁর কুদরতের উদাহরণস্বরূপ বানিয়েছেন, ঠিক কারিগর যেমন নমুনা **(SAMPLE)** তৈরীতে তার সকল কর্ম নৈপূণ্য উজাড় করে দেয়। জানা গেল যে, সফল জীবন তাই যা **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে হয়। যদি আমাদের জীবন, মরণ, নিদ্রা, জাগ্রত হওয়া **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পদাঙ্ক অনুসরণ অনুযায়ী হয়ে যায়, তবে এই সকল কাজই ইবাদত হয়ে যাবে। (নূরুল ইরফান, পারা- ২১, আল আহযাব, আয়াত- ২১, ৬৮১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল যে, **নবীয়ে পাক, সাহিবে লাওলাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক হায়াত (জীবন) আমাদের জন্য আলোকিত চলার পথ। তাই মুসলমান এবং সত্যিকার গোলাম হওয়ার কারণে আমাদের উপর আবশ্যক যে, সকল অবস্থাতেই **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতকে শক্ত করে আকঁড়ে ধরে জীবন অতিবাহিত করা। কেননা, এটাই আমাদের মুক্তির পথ। এ ব্যাপারে দু'টি **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী শুনি:

(১) " مَنْ اَطَاعَنِيْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ مَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ اَبٰى " অর্থাৎ- যে আমার আদেশ মানলো, সে জান্নাতে প্রবেশ করলো এবং যে আমার অবাধ্যতা করলো, সে অস্বীকারকারী হয়ে গেল।" (বুখারী, ৪/৪৯৯, হাদীস- ৭২৮০)

(২) "তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার ইচ্ছা আমার আনীতগুলোর অধীন হবেনা।"

(মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল ঈমান, বাবুল এ'তেসাম, ১ম খন্ড, ৫৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৬৭)

তাই আমাদের উচিৎ যে, **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী, কর্ম, চরিত্র ও অভ্যাস সমূহ সম্পর্কে মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করে নিজের জীবনকে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য এবং তাঁর সুন্নাতের উপর আমল করে অতিবাহিত করা। প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সীর, হাকীমুল উম্মত, মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه **আল্লাহ্‌**র আনুগত্য এবং রাসূলের আনুগত্যের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: মানুষকে **আল্লাহ্ তাআলা** দু'ধরণের অঙ্গ দিয়েছেন। একটি প্রকাশ্য অপরটি গোপন। প্রকাশ্য অঙ্গতো আকৃতি, চেহারা, চোখ, নাক, কান ইত্যাদি এবং গোপন অঙ্গ হচ্ছে অন্তর, মগজ, কলিজা ইত্যাদি। মুসলমান তখন পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে, যখন সে আকৃতিতেও মুলমান হবে এবং অন্তরেও মুসলমান হবে। অর্থাৎ তার মাঝে ইসলামের এমন প্রভাব বিস্তার করবে যে, আকৃতি এবং চরিত্র দু'টোকেই রাঙ্গিয়ে তুলবে। অন্তরে **আল্লাহ্ তাআলা** এবং **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যের প্রেরণা উছলে পড়বে, এতে ঈমানের প্রদিপ জ্বলে উঠবে এবং আকৃতি এমন হবে যে, যা **আল্লাহ্ তাআলার মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পছন্দনীয় ছিলো অর্থাৎ মুসলমানের মতোই হবে। যদি অন্তরে ঈমান রয়েছে কিন্তু আকৃতি অমুসলিমদের মতো, তবে বুঝে নিন ইসলামে পরিপূর্ণ অন্তর্ভূক্ত হয়নি। চরিত্র উত্তম বানাও আর আকৃতিও।

ইসলামী আকৃতি এবং ইসলামী পোশাকে এতই উপকারীতা রয়েছে যে, (১) সরকার হাজারো বাহিনী বানিয়ে দিয়েছেন, রেলওয়ে, ডাক, পুলিশ, সেনা বাহিনী, নৌ বাহিনী, বিমান বাহিনী, বিজিবি এবং কোট কাচারী ইত্যাদি এবং প্রত্যেক বাহিনী ও অধিদপ্তরের জন্য আলাদা আলাদা পোশাকও (ইউনিফর্ম) নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যদি লাখো মানুষের মাঝে কোন বাহিনীর একজন লোক দাঁড়িয়ে যায়, তবে তাকে স্পষ্ট করে বুঝা যায় যে, সে কোন বাহিনীর লোক।

যদি কোন সরকারী কর্মচারী ডিউটির সময়ে নিজস্ব ইউনিফর্ম না পড়ে, তবে তার জরিমানা গুনতে হয়। যদি বারবার সতর্ক করার পরও না মানে তবে অনেক সময় তাকে বর্খাস্তও করা হয়ে থাকে। ঠিক একই রকম আমরাও ইসলামী বাহিনী ও মুস্তফার সালতানাত এবং হুকুমতে ইলাহীয়্যার কর্মচারী। আমার জন্যও আলাদা আকৃতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে, লাখো কাফিরের মাঝে দাঁড়ালে চেনা যাবে যে, ঐ তো **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গোলাম দাঁড়িয়ে আছে। যদি আমরা আমাদের ইউনিফর্ম বাদ দিয়ে দিই, তাহলে আমরাও শাস্তির উপযোগী হয়ে যাবে। (২) প্রকৃতি মানুষের প্রকাশ্য আকৃতি এবং অন্তরের সাথে এমন একটি সম্পর্ক সৃষ্টি করে দিয়েছে যে, একটি অপরটির উপর প্রভাব বিস্তার করে। যদি আপনার মন খারাপ হয় তবে চেহারায় উদাস ভাব প্রকাশ পায় এবং চেহারা দেখেই বলে দেয়া যায় যে, আপনার মন খারাপ। মনে খুশি থাকলে চেহারায় ফুরফুরে ভাব প্রকাশ পায়। এতে বুঝা গেল যে, অন্তরের প্রভাব চেহারায় এসে পড়ে। ঠিক এরূপ কারো যদি টিবি রোগ হয় তখন ডাক্তার বলে যে, তাকে ভাল পরিবেশে রাখবেন, ভাল এবং পরিছন্ন পোশাক পরিধান করাবেন। তাকে অমুক ঔষধের পানি দ্বারা গোসল দিন। বলুন তো! রোগতো ভিতরে কিন্তু তাকে কেন বাহ্যিক শরীরের চিকিৎসা করা হচ্ছে? এই জন্যই যে, যদি বাহ্যিক শরীর ভাল হয়ে যায় তবে ভিতরের রোগও আস্তে আস্তে ভাল হয়ে যাবে। সুসাস্থ্যের অধিকারী ব্যক্তির উচিৎ যেন প্রতিদিন গোসল করে, পরিছন্ন কাপড় পরিধান করে, পরিস্কার ঘরে থাকে, তবেই সুস্থ থাকবে। এরূপ খাবারের প্রভাবও অন্তরে পড়ে। মোট কথা, মানতেই হবে যে, খাবার এবং পোশাকের প্রভাব অন্তরে গিয়ে পড়েই। তবে যদি কাফেরদের মতো পোশাক পরিধান করা হয় বা কাফেরদের মতো আকার আকৃতি বানানো হয়, তবে এর প্রভাবে অবশ্যই মনে কাফেরদের ভালবাসা এবং মাসলমানদের প্রতি ঘৃণা ভাবও সৃষ্টি হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত এই রোগটি ধ্বংসের কারণ হবে। এজন্যই হাদীসে পাকে এসেছে: “مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ অর্থাৎ যে অন্য কোন গোত্রের সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি করে, তবে সে তাদেরই দলে।” (আল মু'জামুল আওসাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৫১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৮৩২৭) সারমর্ম হচ্ছে: মুসলমানের মতো আকার-আকৃতি বানাও যেন মুসলমানের মতো চরিত্র সৃষ্টি হয়। (ইসলামী জীন্দেগী, ৮৪ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে রাসূলের আনুগত্য করে নিজের জাহির ও বাতিনকে (প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য) ইসলামের পদ্ধতি মতো করাতে উপকারই উপকার। আমাদেরও উচিৎ যে, আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী, কর্ম এবং চরিত্রকে ভালভাবে অধ্যয়ন করে নিজের জীবনকে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুগত এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সুন্নাতের উপর আমল করে অতিবাহিত করা, সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিটি সুন্নাতের উপর আমল করার চেষ্টায় থাকতো বরং **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যে বিষয়ের হুকুম নাও দিতেন তাতেও অনুসরণ করতেন। যেমন-

কথা বলার সময় মুচকি হাসতেন

হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে দারদা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ যখনি কথা বলতেন তখন মুচকি হাসতেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) এই অভ্যাসটি ছেড়ে দিন, না হয় লোকে আপনাকে বোকা মনে করবে। তখন হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বললেন: আমি যখনি **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কথা বলতে দেখেছি বা শুনেছি, তখন তিনি মুচকি হাসতেন। তাই আমিও এই সুন্নাতের উপর আমল করার নিয়্যতে এরূপ করি।
(মুসনাদে আহমদ, মুসনাদিল আনসার, ৮/১৭১, হাদীস- ২১৭৯১)

পাতলি পাতলি গুলে কুদ্‌স কি পাতিয়াঁ, উন লবোঁ কি নাযাকত পে লাখো সালাম।
জিস কি তাসকিন সে রোতে হুয়ে হাস পড়ে, উস তাবাস্‌সুম কি আদত পে লাখো সালাম।

হুযুর পুরনূর ﷺ এর পছন্দই নিজের পছন্দ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; এক দর্জি **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দাওয়াত দিলেন, (হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন:) **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে আমিও দাওয়াতে অংশগ্রহণ করলাম। দর্জিটি **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সামনে রুটি, লাউ এবং মাংসের তরকারি রাখলো।

আমি দেখলাম; **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পাত্র থেকে লাউ (কদু) শরীফ খুঁজে খুঁজে খাচ্ছেন। (এর পর হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ নিজের আমল বর্ণনা করে বলেন:) فَلَمْ اَزَلْ اُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ অর্থাৎ সেই দিন থেকে আমি কদু শরীফ পছন্দ করি। (বুখারী, কিতাবু বুয়ূ', বাবু যিকরিল খেয়াত, ২/১৭, হাদীস- ২০৯২)

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মাঝে **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরণের কিরূপ উৎসাহ ছিলো যে, সেই কাজের আদেশও করলেন না, তবুও তাঁরা **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সকল কর্মকে নিজের উপর প্রতিফলিত করার আকাঙ্ক্ষা রাখতেন। অতঃপর **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যে বিষয়ের আদেশ করতেন, তবে এতে আনুগত্যের কিরূপ বহিঃপ্রকাশ হতো? আসুন! এই বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان রাসূলের আনুগত্য সম্পর্কে সুন্দর কিছু ঘটনা শুনি:

হযরত আয়েশা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর রাসূলের বাণীর উপর আমল:

একবার উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর কাছে একজন ভিখারী এলো। তিনি رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا তাকে একটুকরো রুটি দান করে দিলেন। অতঃপর একজন ভাল পোশাক পরিহিত ব্যক্তি আসলেন তখন তিনি رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا তাকে বসিয়ে খাবার খাওয়ালেন। লোকেরা এই পার্থক্য করার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا বললেন: **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ফরমান হচ্ছে: "اَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে তার মর্যাদা অনুযায়ী আচরণ করো।"

(সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, বাবু তানযীলান্নাসু মানাযিলাহুম, ৪র্থ খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৮৪২)

www.dawateislami.net

মেহমানদারির প্রকারভেদ এবং এর বৈশিষ্ট:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর আমল দ্বারা জানতে পারলাম যে, লোকদের মান-মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রেখেই তাদের মেহমানদারি, যত্ন-আত্মী এবং মান-সম্মান করা চাই, প্রত্যেক মেহমানের সাথে তার পদ-মর্যাদা অনুয়ায়ী আচরাণ করা চাই। মেহমানদের মধ্যে কিছু এমনও আছে যারা দু-এক ঘন্টার জন্য আসে, আর চা-পানি পান করে চলে যায় এবং কিছু সংখ্যকের জন্য খাবার-দাবারের বিশেষ খেয়াল রাখা প্রয়োজন হয় কিছু মেহমান এরূপ হয় যাদের আমরা বিয়ে-শাদী, আকিকা ইত্যাদিতে নিজেরাই দাওয়াত দিয়ে থাকি, এতে ধনী-গরীব আলাদা না করে খাবার-দাবার, বসা সবকিছুই একইরূপ করা চাই। এমন যেন না হয় যে, ধনী ও প্রভাবশালীদের জন্য আলিশান বসার জায়গা এবং খুবই উন্নতমানের খাবার দিবেন, আর গরীবদের সাধারণ খাবার খেতে দিবেন, এরূপ কখনোই করা উচিৎ নয়। এতে মুসলমানদের অন্তর ছোট হয়ে যায়। হাদীসে পাকে রয়েছে: "খারাপ খাবার হচ্ছে ঐ ওলীমার খাবার, যাতে ধনীদের দাওয়াত দেয়া হয় আর গরীবদের দাওয়াত দেয়া হয়না।" (সহীহ বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, ৩য় খন্ড, ৪৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫১৭৭) কিছু মেহমান, বোন, ভাই বা নিকট আত্মিয় স্বজন হয়, যারা কিছু দিনের জন্য থাকতে আসে, এদেরও মেহমানদারি করা চাই।

হাদীসে পাকে রয়েছে; "যে ব্যক্তি **আল্লাহ্ তাআলা** ও কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান রাখে, সে যেন মেহমানদের সম্মান করে। একদিন তার ভালভাবে আদর-যত্ন করে, সামর্থ অনুযায়ী তার জন্য ভাল খাবার বানায় এবং একদিন পর ঘরে যা আছে তা পেশ করে, আর ৩ দিনের পর সদকা।"

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল আদব, ৪র্থ খন্ড, ১৩৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬১৩৫)

মানুষের মান-মর্যাদার বিষয়ে খেয়াল রাখতে গিয়ে এই বিষয়টি কল্পনায় রাখতে হবে যে, যদি মেহমান কোন নেক-পরহেযগার বা আলীমে দ্বীন অথবা পীর ও মুর্শিদ হয়, তবে তাঁর শান-মান মহত্ব অনুযায়ী মেহমানদারি করতে হবে। ধর্মীয় ব্যক্তিত্বকে যদি কোন অনুষ্ঠানে আনতে চান, তবে চিন্তা-ভাবনা করে দাওয়াত দিন, এই দাওয়াত কি তাঁর শান ও মহত্ব অনুযায়ী নাকী নয়।

যেমন- বিয়ে-শাদী ইত্যাদি অনুষ্ঠানে নাচ-গান, মহিলাদের বেপর্দা আনাগোনা যদিও সকলের জন্য হারাম। কিন্তু এমন অনুষ্ঠানে একজন আলীমে দ্বীন বা ধর্মীয় ব্যক্তিত্বকে দাওয়াত দেয়া, তাঁর জন্য মানহানীকর। এজন্য আমাদের উচিৎ মেহমানের মর্যাদা অনুযায়ী তার সম্মানে অবহেলা না করা এবং সকল মুসলমানের সাথে উত্তম আচরণ করা। কেননা, উত্তম আচরণের বরকতে যেমন পরস্পরের মধ্যে ভালবাসার প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হয়, তেমনি সুন্নাতের উপর আমলের সাথে সাথে উভয় জাহানের উত্তম প্রতিদান নসীব হয়।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

মহিলা সাহাবীদের আনুগত্যের পবিত্র উৎসাহ:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একজন মুসলমানের **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সকল আদেশ মান্য করা উচিৎ এবং নিজের সকল কাজে তাঁর অনুসরণ করা উচিৎ। **হুযুর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সকল সাহাবীয়ে কিরামগণ عَلَیۡهِمُ الرِّضۡوَان যেহেতু **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ভালবাসার উচ্চ সোপনে অধিষ্টিত, সেহেতু তাদের সকল কাজ সুন্নাতে মুস্তফা অনুসারেই হতো এবং **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র মুখ দিয়ে বের হওয়া প্রতিটি বাণীর প্রতি অবশ্যই আমল করতেন। বর্ণিত আছে: একবার **প্রিয় আক্ব, মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মসজিদ থেকে বাইরে তাশরীফ নিয়ে আসলেন তখন দেখলনে যে, নারী পুরুষ মিলেমিশে চলাফেরা করছে। **হুযুর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মহিলাদের উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করলেন: "اِسۡتَأۡخِرۡنَ فَاِنَّهٗ لَیۡسَ لَكُنَّ اَنۡ تَحۡقُقۡنَ الطَّرِیۡقَ অর্থাৎ পিছে যাও! তোমরা রাস্তার মধ্যেখানে চলতে পারোনা। عَلَیۡكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِیۡقِ অর্থাৎ বরং এক পাশ হয়ে চলাফেরা করো।" এর পর থেকে অবস্থা এমন হয়েছিল যে, মহিলারা গলিতে এভাবে চলাফেরা করতো যে, তাদের কাপড় দেয়ালের সাথে জড়িয়ে যেত। (সুনানে আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৪৭০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫২৭২)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনা কৃত ঘটনায় আমাদের জন্য উত্তম শিক্ষা বিদ্যমান। সেই মহিলা সাহাবীদের رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْھُنَّ **নবী করীম** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم শুধুমাত্র একবার ইরশাদ করেছিলেন: "পিছে যাও! তোমরা রাস্তার মধ্যখানে চলতে পারোনা।" তখন তাঁরা এই আদেশ এমন ভাবে পালন করলেন যে, দেওয়ালের সাথে লেগে চলতে গিয়ে তাদের কাপড় আটকে যেত। শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ বর্তমান যুগে মুসলমানদের মাঝে বিরাজমান নির্লজ্জতায় আফসোস প্রকাশ করে বলেন: আজকাল অধিকাংশ মুসলমান মহিলারা পুরুষদের সমকক্ষ হয়ে চলার নাপাক আকর্ষণে লজ্জার চাদর ফেলে দিয়েছে এবং এখনতো সৌন্দর্য বর্ধক শাড়ী, অর্ধ উলঙ্গ সেলোয়ার, পুরুষ সুলভ পোষাক, পুরুষের মতো চুল রেখে বিয়ের অনুষ্ঠানে, হোটেলে, পার্কে এবং সিনেমাহলে গিয়ে নিজের আখিরাত নষ্ট করছে। আজকের মূর্খ মুসলমানরা স্বয়ং টিভি, ভিসিআর এবং ইন্টারনেটে সিনেমা, নাটক চালিয়ে, অনর্থক সিনেমার গান গুনগুনিয়ে, বিয়েতে নাচের আসর জমিয়ে, অমুসলিমদের নকল করে مَعَاذَاللہ عَزَّوَجَلَّ (**আল্লাহ্**র পানাহ!) দাঁড়ি মুণ্ডিয়ে, নির্লজ্জ পোশাক পরিধান করে, মোটর সাইকেলের পিছনে বেপর্দা স্ত্রীকে বসিয়ে, মেকআপ করিয়ে পার্কে নিয়ে গিয়ে স্বয়ং নিজেরই হাতে নিজের জন্য জাহান্নামের পথ সুগম করছে। হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদি رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: মহিলারা ঘরের ভিতর চলাফেরা করার সময়ও এভাবে কদম ধীরে ধীরে রাখবে যে, যেন তাদের অলংকারের আওয়াজ শুনা না যায়। এজন্য উচিৎ যে, মহিলারা আওয়াজ করে এরূপ নূপুর (পায়েল) পড়বে না।

হাদীস শরীফে রয়েছে: "**আল্লাহ্ তাআলা** ঐ জাতির দোয়া কবুল করেন না, যে জাতির মহিলারা ঘুঙ্গুর পরিধান করে।" (তাফসীরাতে আহমদিয়া, ৫৬৫ পৃষ্ঠা) এ দ্বারা বুঝা উচিৎ যে, যেখানে অলংকারের আওয়াজ দোয়া কবুল না হওয়ার কারণ, সেখানে বিশেষ করে মহিলাদের নিজের আওয়াজ (শরীয়াতের বিনা অনুমতিতে অন্য পুরুষের কানে পৌঁছা) এবং তাদের বেহায়াহনা কিরূপ **আল্লাহ্**র আযাবের কারণ হবে? পর্দা করাতে উদাসীনতা ধ্বংসের কারণ। (খাযাইনুল ইরফান, ৬৫৬ পৃষ্ঠা। পর্দেকে বারে মে সাওয়াল যাওয়াব, ৪ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে বেহায়াপনা ও অশ্লীলতা ধ্বংস ও নষ্টের বড় কারণ। কিন্তু আফসোস! তাতে আমাদের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। **আল্লাহ্**র ওয়াস্তে! নিজের আখিরাতের চিন্তা করুন এবং নিজের স্ত্রীদের ও মাহরীমদের পর্দা করার উৎসাহ দিন। যারা ক্ষমতা থাকা সত্বেও নিজের স্ত্রীদের এবং মাহরীমদের বেহায়াপনা ও অশ্লীলতা থেকে নিষেধ করে না সে "দাইয়্যুস", পুরুষের স্বভাব নকলকারী মহিলা এবং মদ্যপানে অভ্যস্থ ব্যক্তি। **(মজমাউয যাওয়ায়িদ, ৪র্থ খন্ড, ৫৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭৭২২)**

হাদীসে পাকের "দাইয়্যুস" শব্দটি সম্পর্কে হযরত আল্লামা আলাউদ্দিন হাচকাফি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "দাইয়্যুস" ঐ ব্যক্তিকে বলে; যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রী বা মাহরীমদের সম্পর্কে অবজ্ঞা প্রদর্শণ করে। **(দুররুল মুখতার, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১১৩ পৃষ্ঠা)** এজন্যই **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য পোষণ করুন! নিজেও কুদৃষ্টি থেকে বাঁচুন এবং নিজের পরিবার পরিজনদেরকেও পর্দা করতে বলুন। ঘরে শরয়ী পর্দার প্রচলন করার একটি পদ্ধতি এও যে, নিজের পরিবার পরিজনদের **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত করুন। তাদের আপনার এলাকায় ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় পাঠান।

মাদ্‌রাসাতুল মদীনায় (মহিরা শাখায়) ক্বারী ইসলামী বোন, মাদানী মুন্নীদের ফি সাবিলিল্লাহ্ কুরআনে পাক হিফজ ও নাজারার ফ্রি শিক্ষা দিয়ে থাকে। মাদ্‌রাসাতুল মদীনায় (প্রাপ্ত বয়স্কা) বড় ইসলামী বোনদের ঘরে একত্র হয়ে ফি সাবিলিল্লাহ্ কুরআন পাঠদান, নামায, দোয়া এবং তাদের বিশেষ মাসআলা ইত্যাদি শিক্ষা দেয়। মাদ্‌রাসাতুল মদীনা অনলাইন (মহিলা শাখায়) ইসলামী বোনেরা ইসলামী বোনদের ইন্টারনেটের মাধ্যমে সঠিক উচ্চারণ সহ কুরআনে করীম পাঠদান এবং তাদের সুন্নাত অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ প্রায় ৭২টি দেশের ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে কুরআনে করীমের শিক্ষা অর্জন করছেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদ্‌রাসাতুর মদীনা প্রাপ্ত বয়স্ক ও প্রাপ্ত বয়স্কায় ১২ হাজারেরও বেশি ছাত্র ও ছাত্রী রয়েছে।

www.dawateislami.net

ইয়েহি হে আরজু তা'লিমে কুরআঁ আম হো জায়ে,
তিলাওয়াত করনা সুবহ্ ও শাম মেরা কাম হো জায়ে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বিবাহ করে নাওঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মাঝে রাসূলের আনুগত্যের উৎসাহ এমন ছিল যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতিটি আদেশকেই চোখ বন্ধ করে পালন করতেন। হযরত রাবিয়া আসলামী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; আমার **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমত করার সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছিল। এক দিন **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "হে রাবিয়া! তুমি বিবাহ কেন করছো না?" আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি বিবাহ করতে চাইনা, কারণ একেতো আমার কাছে এতো সম্পদ নেই যে, একটি মহিলার ভরন-পোষণ করতে পারি এবং দ্বিতীয়ত আমি এই বিষয়টি পছন্দ করিনা যে, কোন বস্তু আমাকে আপনার থেকে দূরে নিয়ে যাবে। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার প্রতি বিরক্তি ভাব প্রকাশ করলেন এবং খেদমত করতে রইলাম। কিছু দিন পর **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আবার আমাকে ইরশাদ করলেন: "রাবিয়া তুমি বিবাহ করছো না কেন?" আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি বিবাহ করতে চাই না। কেননা, একেতো আমার কাছে এমন কোন সম্পদ নেই যে, একটি মহিলার ভরণ-পোষণ করতে পারি এবং দ্বিতীয়ত আমি এই বিষয়টি পছন্দ করিনা যে, কোন বস্তু আমাকে আপনার থেকে দূরে নিয়ে যাবে। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার প্রতি বিরক্তি ভাব পোষণ করলেন। কিন্তু অতঃপর আমি চিন্তা করলাম যে, **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার চাইতে বেশি জানেন যে, দুনিয়া ও আখিরাতে আমার জন্য কোন বস্তুটি উত্তম। যদি এবার **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, তবে বলে দিব ঠিক আছে, **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি আমাকে যা ইচ্ছা আদেশ করুন।

www.dawateislami.net

সুতরাং যখন তৃতীয়বার **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "রাবিয়া! বিবাহ কেন করছো না?" তখন আমি আরয করলাম: কেন নয়! অতঃপর **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আনসারের এক গোত্রের নাম নিয়ে ইরশাদ করলেন: "সেখানে চলে যাও এবং তাদেরকে বলবে! আমাকে **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পাঠিয়েছেন যে, অমুক মহিলাকে যেন আমার সাথে বিবাহ করিয়ে দেন। সুতরাং আমি তাদের কাছে গেলাম এবং **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বার্তা পৌঁছালাম। তখন তারা আমাকে অত্যন্ত জাকজমকতার সাথে স্বাগতম জানালেন এবং বলতে লাগলেন। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বার্তাবাহক তার কাজ না করে যেন ফিরে না যায়। অতঃপর তারা ঐ মহিলার সাথে আমার বিবাহ করিয়ে দিলেন এবং খুবই মায়া মমতা প্রদর্শণ করলেন আর তারা আমার কাছে কোনরূপ প্রমাণও চাইলেন না।

(মুসনাদ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৫ম খন্ড, ৫৬৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৬৫৭৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان রাসূলের আনুগত্যের কিরূপ উৎসাহ ছিলো যে, বিবাহের মতো এরূপ একটি স্পর্শকাতর বিষয়েও কোনরূপ প্রমাণ না চেয়ে শুধুমাত্র **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বার্তা শুনেই নিজের মেয়ের বিবাহ হযরত রাবিয়া رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর সাথে করিয়ে দিলেন। এই ঘটনা দ্বারা এই শিক্ষাটি পেলাম যে, আমরা যার সাথেই আমাদের মেয়ের বিয়ে দিইনা কেন, যদিও সে গরীব হয় কিন্তু নামায, রোযা, সুন্নাতের উপর আমলকারী এবং পরহেযগারীর মতো গুণের অধিকারী অবশ্যই হওয়া চাই, কিন্তু আফসোস! আমাদের সমাজে শুধুমাত্র সুন্দর, আকর্ষনীয়, সম্পদশালী এবং দুনিয়াবী পদ মর্যাদা দেখেই বিবাহ দেয়া হয়। আর এরূপ বিবাহ প্রায় বিচ্ছেদের সম্মুখিন হয়। তাই বিবাহে চরিত্র ও আচার আচরণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা চাই, যেমন- **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি কোন মহিলাকে তার ইজ্জত ও সম্মানের কারণে বিবাহ করে, তবে **আল্লাহ্ তাআলা** তার অসম্মানকে বাড়িয়ে দিবে। যে ব্যক্তি কোন মহিলাকে তার ধন-সম্পদের (লোভে) কারণে বিবাহ করবে, তবে **আল্লাহ্ তাআলা** তার দারিদ্রকে বাড়িয়ে দিবে, যে ব্যক্তি কোন মহিলাকে তার উচ্চ বংশের জন্য বিবাহ করবে,

www.dawateislami.net

তবে **আল্লাহ্ তাআলা** তার হীনমন্যতাকে আরো বাড়িয়ে দিবে এবং যে ব্যক্তি শুধুমাত্র এই জন্যই বিবাহ করে যে, নিজের দৃষ্টিকে হিফাযত করবে, নিজের লজ্জাস্থানের সুরক্ষা করবে, আত্মীয়তার সুসম্পর্ক বজায় রাখবে। তবে **আল্লাহ্ তাআলা** তার জন্য ঐ মহিলার মাঝে বরকত দান করবে এবং মহিলার জন্য পুরুষের মাঝে বরকত দান করবে।” **(আল মু'জামুল আউসাত, ২য় খন্ড, ১৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৩৪২)**

তাই আমাদেরও ধন-সম্পদ অর্জন এবং দুনিয়াবী উপকার অর্জন করার পরিবর্তে দ্বীনদারী ও পরহেযকারীর দিকে দৃষ্টি রেখে দ্বীনি পর্যায়ে উত্তম লোকদের মাঝে বিবাহ করা চাই এবং নিজের দুনিয়া ও আখিরাতকে উত্তম বানানোর জন্য সকল অবস্থায় **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাধ্যতা ও আনুগত্যের শিক্ষা দিতে গিয়ে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان জাহেলিয়্যাতের যুগের সকল অহেতুক রীতিনীতির মূলৎপাঠন করেন। যা বহুদিন থেকে চলে আসছেন।

আহ্! সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সদকায় **মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্, মক্কী মাদানী মুস্তফা, কাবে কি বদরুদ্দোজা, তায়্যবা কি শামসুদ্দোহা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যের উৎসাহ আমাদেরও নসীব হয়ে যায়। মৌলিক দাবীর বিপরীতে আহ্! আমরা যদি আমলী ভাবে সত্যিকার আশিকে রাসূল হয়ে যাই। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন:

ইয়াদ রাখনা সবি চোড়না মত কভি, দামানে মুস্তফা আশিকানে রাসূল।
রহমতে কিবরীয়া তুম পে হো দায়েমা, হে হামারী দোয়া আশিকানে রাসূল।
কাশ! দুনিয়া মে তুম দো বাফযলে খোদা, দীঁ কা ডঙ্কা বাজা আশিকানে রাসূল।
তুম পে হু কবরমে হার জাগা হাশর মে, সায়ায়ে মুস্তফা আশিকানে রাসূল।

আশেকানে রাসূলকে দোয়া দেয়ার পর আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন:

বে নামাযী রাহে কুচ না রোযে রাখে, উন কো কিস নে কাহাঁ? আশিকানে রাসূল।
আ'লমোঁ পর হাঁচে, পা'বতিয়াঁ ভি কাচায়ে, উন কো কিস নে কাহাঁ? আশিকানে রাসূল।
জু কেহ্ গানে সুনে, ফ্লিম বেনি করে, উন কো কিস নে কাহাঁ? আশিকানে রাসূল।
বদ নিগাহি করেঁ, বদ কালামী করেঁ, উন কো কিস নে কাহাঁ? আশিকানে রাসূল।

খায়েঁ রিযকে হারাম, এয়ছি হে বদ লাগাম, উন কো কিস নে কাহাঁ? আশিকানে রাসূল।
এহেদ তোড়া কারেঁ, জুট বলা করেঁ, উন কো কিস নে কাহাঁ? আশিকানে রাসূল।
চুগলিয়া, তোহমতোঁ, মে জু মশগুল হোঁ, উন কো কিস নে কাহাঁ? আশিকানে রাসূল।
গালিয়া জু বকেঁ, এয়্যব ভি না ঢাকেঁ, উন কো কিস নে কাহাঁ? আশিকানে রাসূল।
দাঁড়িয়া জু মুণ্ডায়ে, করেঁ গীবতেঁ, উন কো কিস নে কাহাঁ? আশিকানে রাসূল।
কাশ! আত্তার কা তায়্যবা মে খাতিমা, হো কর ইয়ে দোয়া আশিকানে রাসূল।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

চতুর্থ দিনেই সুগন্ধি লাগিয়ে নিলেন:

বর্ণিত আছে: জাহেলিয়্যতের যুগে কেউ মারা গেলে অনেক দিন পর্যন্ত বিলাপ করা, শোক পালন করা প্রচলিত ছিল। এমনকি ইসলামের পূর্বে আরবে বিধবা মহিলারা স্বামী মারা যাওয়ার পর থেকে এক বছর পর্যন্ত খারাপ যায়গা এবং খারাপ পোশাক পড়ে থাকতো এবং সকল পরিবার পরিজন থেকে আলাদা থাকতো। (মিরআতুল মানাজিহ, ৫/১৫১) আর এভাবে এক বছর পর্যন্ত শোক পালন করতো। কিন্তু ইসলামের যুগে **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বামী ছাড়া অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুতে শোকের জন্য তিন দিন নির্ধারণ করে দিলেন। (সাহাবায়ে কিরাম কা ইশকে রাসূল, ২৩০ পৃষ্ঠা) আর স্ত্রীরা তাদের স্বামীর মৃত্যুতে ইদ্দতের সময় সীমায় (চার মাস দশ দিন) শোকের মধ্যে অতিবাহিত করবে। তাছাড়া কোন নিকটাত্মীয়ের মৃত্যুতে মহিলাদেরও তিন দিন পর্যন্ত শোক পালন করার অনুমতি রয়েছে। এর বেশি করার অনুমতি নেই। (রদ্দুল মুখতার, কিতাবুত তালাক, ফদলুল ফিল হিদাদ, ৫ম খন্ড, ২২৩ পৃষ্ঠা)

তিন দিনের বেশি শোক পালন করার রীতি যদিও জাহেলিয়্যতের যুগে বহু দিন ধরে প্রচলিত ছিলো। কিন্তু **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন থেকে নিষেধ করে দিয়েছেন, তখন মহিলা সাহাবীদের رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُنَّ এর উপর আমল করার প্রবনতা উদাহরণীয় ছিল। যেমন- যখন হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর ভাইয়ের ইন্তিকাল হলো, তখন চতুর্থ দিন তিনি সুগন্ধি লাগিয়ে নিলেন এবং বললেন: আমার সুগন্ধির প্রয়োজন ছিলো না কিন্তু আমি **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে মিম্বরে বসে ইরশাদ করতে শুনেছি:

"কোন মুসলমান মহিলার স্বামী ছাড়া অন্য কারো জন্য তিন দিনের বেশি শোক জায়িয নেই।" এজন্যই এটা ঐ আদেশের পতিফলন ছিলো। (সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুত তালাক, ২য় খন্ড, ৪২২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২২৯৯) এরূপ যখন হযরত উম্মে হাবীবা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর মায়ের ইন্তিকাল হলো, তখন তিনি তিন দিনের পর গালে সুগন্ধি মেখে নিলেন এবং বললেন: আমার এর কোন প্রয়োজন ছিলো না, শুধুমাত্র ঐ আদেশ পালনের উদ্দেশ্যেই করেছি। (সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুত তালাক, ২য় খন্ড, ৪২২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২২৯৯)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب ! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

শোক পালন করা কেমন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনায় যেখানে এই বিষয়টি জানতে পারলাম যে, মহিলা সাহাবীরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُنَّ রাসূলের আনুগত্যের জযবায় পাগল পারা এবং মন-প্রাণ দিয়ে **আল্লাহ্ তাআলা** ও তাঁর **রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর একান্ত অনুগত ছিলো, সেখানে এই বিষয়টিও জানতে পারলাম যে, ইসলামে শোক পালণের নির্ধারিত সময় তিন দিন। কিন্তু যে মহিলার স্বামী মারা যায় সে চার মাস দশ দিন শোক পালণ করবে। সাধারণত আজকাল দেখা যায় যে, যদি ঘরে করো মৃত্যু হয়ে যায়, তবে আফসোস! শত কোটি আফসোস! ইলমে দ্বীনের (ইসলামী শিক্ষার) অভাবে অনেক শরীয়াত বহিঃর্ভূত কাজ সম্পাদন করা হয়। যেমন- মৃত ব্যক্তির বিভিন্ন গুণাবলী উল্লেখ করে করে বিলাপ করে কান্নাকাটি করা, এটা সর্বসম্মতি ক্রমে হারাম। এরূপ হায়! মুসীবত বলে চিৎকার করা, কাপড় ছিড়ে ফেলা, হাতের নখ দিয়ে মুখ আচঁড়ানো, চুল খুলে দেয়া, মাথায় মাটি নিক্ষেপ করা, বুক চপড়ানো, রানে জোড়ে জোড়ে হাত মারা, (বিশেষ করে মহিলাদের মাঝে এসব দেখা যায়) এসব জাহেলিয়্যত যুগের কাজ এবং হারাম, এরূপ আওয়াজ করে কান্না করা নিষেধ। (বাহারে শরীয়াত, ১/৭৫৪,৭৫৫। কুফরিয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, ৪৯৬ পৃষ্ঠা)

অথচ এসব মুহুর্তে ধৈর্য ধারণ করা উচিৎ এবং একে **আল্লাহ্ তাআলার** পক্ষ থেকে পরীক্ষা মনে করে এতে সন্তুষ্ট থাকা উচিৎ। কিন্তু আফসোস! পরিবার পরিজন এবং আশপাশের লোকেরা বিশেষ করে মহিলারা জোড়ে জোড়ে চিৎকার করে করে কান্নাকাটি করে থাকে।

যদি কেউ ধৈর্য ও সহ্যশীল হয়ে তাদের সঙ্গ না দেয়, তবে তার উপর বিদ্রুপ ও কটাক্ষের তীর বর্ষণ হতে থাকে এবং বলে যে, একে দেখ কিরূপ কঠিন হৃদয়ের মানুষ, যুবক ছেলের মৃত্যুর পরও তার চোখে এক ফোঁটা পানিও আসলো না। এভাবে একজন মুসলমানে সম্পর্কে কুধারণা এবং তার অন্তর ব্যথিত করার গুনাহও মাথা পেতে নেয়।

মনে রাখবেন! মানুষের সহজতা মানবিক প্রবিত্তির কারণে মৃত্যুতে বিষন্ন হওয়া, চেহারায় মলিন ভাব প্রকাশ পাওয়া, এছাড়াও বিনা আওয়াজে কান্না করা ইত্যাদি নিষেধ নয়। হ্যাঁ! এতে পবিত্র শরীয়াতের বরখেলাফ করা যাবে না। **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদেরকেও শরীয়াতের রীতিনীতি অনুযায়ী চলে নিজের আখিরাতকে উত্তম বানানোর তৌফিক দান করুক। اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

কোন্ কাজগুলোতে আনুগত্য আবশ্যক?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আদেশ মান্য করাকে মুস্তফার আনুগত্য বলে। আনুগত্যের মধ্যে ঐ সকল কাজ অন্তর্ভূক্ত যা থেকে বেঁচে থাকার আদেশ দেয়া হয়েছে এবং ঐ সকল কাজও অন্তর্ভূক্ত যা করার জন্য আদেশ করা হয়েছে। যেভাবে নামায আদায় করা, রোযা রাখা, যাকাত দেয়া এবং অন্যান্য নেক কাজ করা আবশ্যক তেমনি মিথ্যা, গীবত, চোগলখোরী, গান-বাজনা শুনা ইত্যাদি গুনাহ থেকে বেঁচে থাকাও আবশ্যক। কিন্তু আফসোস! শত কোটি আফসোস! আজকাল মুসলমান দ্বীনি শিক্ষা থেকে দূরে থাকার কারণে **আল্লাহ্ তাআলা** ও **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বাধ্য ও আনুগত্যতা থেকে দূরে সরে আছে। সম্ভবত এই কারণেই সমাজে গুনাহ ব্যাপক ভাবে প্রসার লাভ করছে। যে দিকে তাকাই বেআমলী, পথভ্রষ্টতা এবং সুন্নাতের পরিপন্থীর ভয়ানক দৃশ্য। নামায আদায় না করা, গালাগালি করা, অপবাদ দেয়া, কুধারণা পোষণ করা, কথায় কথায় মিথ্যা বলা, মিথ্যা ওয়াদা করা,

www.dawateislami.net

কারো সম্পদ জোর করে আত্যসাত করা, সিনেমা-নাটক, গান-বাজনার নেশায় মত্ত থাকা, প্রকাশ্যে সূদ ও ঘুষের লেন-দেন করা, গীবত করা, লোকদের গোপনীয়তা সম্পর্কে জানার চেষ্টায় থাকা, জেনে গেলে তার গোপন কথা ফাঁস করে দেয়া, মা-বাবার অবাধ্যতা পোষণ করা, গর্ব ও অহংকার করা, হিংসা ও লৌকিকতা এবং ঘৃনা ও বিদ্বেষ পোষণ করার মতো অসংখ্য গুনাহ প্রসার লাভ করেছে। মনে রাখবেন! একদিন মৃত্যু আমাদের জীবনের সম্পর্ককে কেটে দিয়ে আমাদের জাঁকজমক পূর্ণ রুমের নরম বিছানা থেকে উঠিয়ে কবরের শক্ত মাটিতে শোয়ায়ে দিবে। অতঃপর তখন অনুশোচনা করে কোন উপকার হবে না। সুতরাং এই সময়কে মূল্যবান মরে করে গুনাহ থেকে সত্যিকার ভাবে তাওবা করে নিন এবং নেক কাজে সময় অতিবাহিত করুন। আসুন! মুস্তফার আনুগত্যের উৎসাহ সৃষ্টি করার সত্য নিয়্যতে কিছু **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বানী শুনি:

ফযীলত পূর্ণ মুস্তফা ﷺ এর বাণী:

(১) "**আল্লাহ্ তাআলা**র নিকট সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় কাজ; নামায সময়মত আদায় করা এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা।"

(আল জামেউস সগীর, ১/১৮, হাদীস- ১৯৬)

(২) "**আল্লাহ্ তাআলা** কাছে ফরযের পর সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় কাজ হচ্ছে কোন ইসলামী ভাইয়ের মনে আনন্দ প্রদান করা।"

(আল জামেউস সগীর, ১/১৯, হাদীস- ২০০)

(৩) "**আল্লাহ্ তাআলা** কাছে সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় ঘর সেটি, যাতে এতিমকে সম্মান করা হয়।" (আল জামেউস সগীর, ১/২০, হাদীস- ২১৯)

(৪) "কেউ আপন মুসলমান ভাইদের এর চেয়ে উত্তম উপকার করতে পারে না যে, সে কোন উত্তম কথা শুনলো তখন তা তার ভাইকে পৌঁছিয়ে দেয়।"

(জামে বয়ান আল ইলমু ওয়া ফযলুহু, ৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৮৫)

(৫) "উত্তম কাথা ছাড়া নিজের মুখকে সংযত রাখো। এভাবে তুমি শয়তানের উপর প্রাধান্য লাভ করতে পারবে।"

(আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, কিতাবুল আদব, ২৯ সংখ্যা, ৩য় খন্ড, ৩৪১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৬) "মু'মিনের মধ্যে পরিপূর্ণ ব্যক্তি সেই, যে তাদের মধ্যে বেশি উত্তম চরিত্রবান এবং তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সেই, যে নিজের পরিবার-পরিজনদের বিষয়ে উত্তম।" (জামে তিরমিযী, কিতাবুল ঈমান, ৪/২৭৮, সংখ্যা- ২৬২১)

(৭) "যে নিজের কোন ভাইয়ের কোন দোষ দেখে এবং তা গোপন রাখে তবে **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে তার গোপন রাখার কারণে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিবেন।" (আল মু'জামুল কবীর, মুসনাদ ওকবা বিন আমের, ১৭তম খন্ড, ২৮৮ পৃষ্ঠা, সংখ্যা- ৭৯৫)

(৮) "যার প্রাণ কিংবা সম্পদে বিপদ আসে, অতঃপর সে তা গোপন রাখল এবং লোকদের মাঝে প্রকাশ করল না, তবে **আল্লাহ্ তাআলা**র উপর হক হচ্ছে, তাকে ক্ষমা করে দেয়া।" (আল মু'জামুল আওসাত লিত তাবারানী, ১ম খন্ড, ২১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭৩৭)

ভীতি প্রদর্শন মূলক মুস্তফা ﷺ এর বাণী:

হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যে গুনাহ সমূহের ভয়াবহতা বর্ণনা করেছেন এবং তা থেকে বাঁচার আদেশ দিয়েছেন, তা থেকে বাঁচাও **মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য। আসুন! এই সম্পর্কেও কিছু **মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী শুনি:

(১) "দুই ব্যক্তি এরূপ যে, যাদের দিকে **আল্লাহ্ তাআলা** কিয়ামতের দিন রহমতের দৃষ্টি দিবেন না, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী এবং মন্দ প্রতিবেশী।"
(আল জামেউস সগীর, ১/১৮, হাদীস- ১৬২)

(২) "অত্যাচার করা থেকে বেঁচে থেকো! এই জন্য যে, এটা কিয়ামতের অন্ধকারগুলোর মধ্যে একটি।" (আল জামেউস সগীর, ১/১৫, হাদীস- ১৩৬)

(৩) "অশ্লীল কথাবার্তায় সম্পর্ক কঠিন হৃদয়ের সাথে এবং কঠিন হৃদয়ের সম্পর্ক আগুনের সাথে।" (সুনানে তিরমিযী, ৩য় খন্ড, ৪০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২০১৬)

(৪) "বিদ্বেষকারীদের থেকে বেঁচে থেকো। কেননা, বিদ্বেষ দ্বীনকে ধ্বংস করে দেয়।" (কানযুল উম্মাল, ৩য় খন্ড, ৩য় অধ্যায়, ২৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫৪৮৬)

(৫) "যে মুসলমান সন্ধি ভঙ্গ এবং ওয়াদা খেলাফী করে, তার উপর **আল্লাহ্ তাআলা** এবং ফিরিশতাদের আর সকল মানুষের লানত। আর তার কোন ফরয কবুল হবে না, না নফল।" (সহীহ বুখারী, ২য় খন্ড, ৩৭০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩১৭৯)

www.dawateislami.net

(৬) "যে কোন মুসলমানের ক্ষতি সাধন করে বা তার সাথে প্রতারণা এবং ধোকাবাজী করে, সে অভিশপ্ত।"

(সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, ৩য় খন্ড, ৩৭৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৯৪৮)

(৭) "যে তার কোন মুসলমান ভাইয়ের এমন কোন গুনাহের আড়াল হয়ে থাকবে যা থেকে সে তাওবা করে নিয়েছে, তবে আড়ালকারী ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মরবে না যতক্ষণ না সে নিজে ঐ গুনাহ করে নেয়।" (ইহ্ইয়াউল উলুমুদ্দীন, ৩য় খন্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরাও বর্ণনা কৃত **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী সমূহের প্রতি সফল ভাবে আমল করতে পারি, তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আমাদের জীবনে নেকীর মাদানী বাহার এসে যাবে এবং গুনাহ ভরা জীবন থেকে মুক্তি মিলে যাবে। আসুন! আমরাও পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে আদায় করার, মা-বাবা ও সকল মুসলমানের সাথে উত্তম আচরণ করার, মুসলমানদের মনে কষ্ট দেয়া থেকে বেঁচে থাকার, তাদের মন খুশি করার, এতিমদের স্নেহ এবং সামর্থ অনুযায়ী পরিবার-পরিজনদের মাদানী শিক্ষা দেয়া, মুসলমানদের উত্তম কথা পৌঁছানো, তাদের গোপনীয়তা রক্ষা করা, বিপদে ধৈর্য ধারণ করা, অত্যাচার ও অতিরঞ্জীত, অশ্লীল কথাবার্তা, বিদ্বেষ ও ঘৃণা, ওয়াদা খেলাফী, ধোকাবাজী ইত্যাদি গুনাহ থেকে নিজেও বাঁচার নিয়্যত করছি এবং অন্যদেরও বাঁচাব اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ। তা ছাড়া **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত দু'টি কিতাব "জান্নাত মে লে জানে ওয়ালা আমল" এবং "জাহান্নাম মে লে জানে ওয়ালা আমল" অধ্যায়ন করুন এবং নেকীর উৎসাহ ও স্থায়ীত্ব পাওয়ার জন্য প্রতি মাসে তিন দিনের মাদানী কাফেলায় সফর এবং মাদানী ইন্‌আমাত এর উপরও আমল করুন।

মজলিশ মাদানী ইন্‌আমাত পরিচিতি:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ইচ্ছা অনুযায়ী ইসলামী ভাইদের, ইসলামী বোনদের এবং জামেয়াতুর মদীনা ও মাদ্‌রাসাতুল মদীনার ছাত্র ও

ছাত্রীদের আমলদার বানানোর জন্য মাদানী ইন্‌আমাত অনুযায়ী আমল করার উৎসাহ দেয়ার জন্য তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপি অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে মাদানী ইন্‌আমাত মজলিশ প্রতিষ্ঠা করা হয়। তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: আহ! সকল ফরয ও সুন্নাত আদায়ের পাশাপাশী সকল ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা এই মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল করাকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করে নেয় এবং সকল **দা'ওয়াতে ইসলামী**র যিম্মাদাররাও নিজ নিজ হালকায় এ মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালাগুলোর প্রসার করে দেয়, আর সকল মুসলমান নিজের কবর ও আখিরাতের সফলতার জন্য এই মাদানী ইন্‌আমাত অনুযায়ী একনিষ্ঠতার সাথে আপন করে নিয়ে **আল্লাহ্ তাআলা**র দয়া ও অনুগ্রহে জান্নাতুল ফিরদউসে **মাদানী হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী হওয়ার উত্তম উপহার অর্জন করে নিন।

তাঁর আকাঙ্ক্ষার প্রতি দৃষ্টি রেখে মাদানী ইন্‌আমাত মজলিশের সকল যিম্মাদারদের গুরুত্ব সহকারে বলা হচ্ছে যে, যেলী হালকা, হালকা, এলাকা, ডিভিশন এবং কাবিনা পর্যায়ের যিম্মাদারগণ অন্য যিম্মাদারদের সাথে যেলী হালকার জাদুয়াল বানান। ইসলামী ভাইদের কাছে গিয়ে গিয়ে ইনফিরাদী কৌশিশ করে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা বন্টণ করে এতে আমল করার মানসিকতা তৈরী করুন। ফিকরে মদীনা করার পদ্ধতি সম্পর্কে বলুন। আগ্রহী ইসলামী ভাইদের নাম লিখুন। যেলী যিম্মাদারের নিকট যেলীর, হালকা যিম্মাদারের নিকট হালকার, এলাকা যিম্মাদারের নিকট এলাকার (যিম্মাদার এবং মুহাব্বতকারীদের) তালিকা রাখুন। এই সকল যিম্মাদার ও ইসলামী ভাইদের সাথে যোগাযোগ রাখুন অতঃপর তাদের ফিকরে মদীনা করার কথা মনে করিয়ে দিন।

আসুন! আমরাও নেকীর কাজে জযবা নিয়ে অংশগ্রহণ করি এবং মাদানী ইন্‌আমতের উপর না শুধু নিজে আমল করবো বরং অন্যান্য ইসলামী ভাইদেরও এর উপর আমল করার উৎসাহ দিয়ে প্রচুর নেকী অর্জন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ানের সারমর্ম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ আমরা **মুস্তফা** صَلَّى اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য সম্পর্কে বয়ান শুনলাম

- নিঃসন্দেহে একজন মুসলমানের জন্য দ্বীন ও দুনিয়ার সফলতা অর্জনের এক উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে "মুস্তফার আনুগত্য"।
- নিজের সকল কাজে মুস্তফার আনুগত্যকারীই দুনিয়া ও আখিরাতে সফল।
- সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان মোবারক চরিত্রও আমাদের জন্য মুক্তির পথ। কেননা, তাঁরাও নিজের পুরো জিন্দেগী **নবী করীম** صَلَّى اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যেই কাটিয়েছেন এবং **হুযুর** صَلَّى اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যে সকল কাজের আদেশও করেননি। তবুও এই পবিত্র সত্ত্বারা **হুযুর** صَلَّى اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সকল আচার-আচরণকেই আবশ্যকরণীয় মনে করে তার উপর আমল করেছেন।
- **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদেরকে তাঁর এবং তাঁর **হাবীব** صَلَّى اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর একান্ত বাধ্য ও অনুগত বানিয়ে দিন এবং সকল মন্দ কাজ থেকে আমাদের বাঁচার তৌফিক দান করুন। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّى اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

১২ মাদানী কাজের একটি মাদানী কাজ সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গুনাহে ভরা জীবন থেকে তাওবা করে নেক কাজ করা এবং নেকীর দাওয়াত প্রসার করার জন্য যেলী হালকার মাদানী কাজ আগবেড়ে অংশগ্রহণ করুন। যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করা। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ ইলমে দ্বীনে ভরপুর এরূপ ইজতিমায় অংশগ্রহণের অনেক বরকত রয়েছে। ইলমে দ্বীনের মজলিশে অংশগ্রনের সাওয়াব পাওয়া যায় এবং ইলমে দ্বীন শিখার ফযীলতের ব্যাপারে হাদীসে পাকে রয়েছে:

www.dawateislami.net

“যে ব্যক্তি ইলমে দ্বীন অন্বেষণে রাস্তায় চলে, **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে জান্নাতের রাস্তায় নিয়ে যায় এবং ইলমে দ্বীন অন্বেষণের আনন্দে ফিরিশতারা তাঁদের বাহু বিছিয়ে দেয়।” (সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল ইলম, ৪র্থ খন্ড, ৩১২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৬৯১)

আসুন! সাপ্তাহিক ইজতিমায় অংশগ্রহণের এক মাদানী বাহার আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি:

পাঞ্জাবের (পাকিস্তানের) নগরী চিশতিয়াঁ শরীফের এক ইসলামী ভাইয়ের কথাগুলো তাঁর ভাষায় শুনুন: নামায থেকে উদাসীনতা, দাঁড়ি মুণ্ডানো, মাতা-পিতাকে কষ্ট দেওয়া ইত্যাদিই আমার জীবনের মৌলিক অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। গান-বাজনায় আমার পাগলের মত টান ছিল। আমার মোবাইল ফোন আর কম্পিউটারে বিভিন্ন ধরনের গান সবসময়ই বিদ্ধমান থাকত। আমি ইন্টারনেটের অপব্যবহারের গুনাহেও লিপ্তছিলাম। জিন্সের প্যান্ট ছাড়া অন্য কোন প্যান্টই পরতাম না। এমন কি একবার ঈদের সময় আমার জন্য আমার বাবা একটি স্যুট সেলাই করেছিলেন। কিন্তু আমি তা পরতে অস্বীকৃতি জানাই। আমি আমার নফসের পছন্দ মত প্যান্ট-শার্ট ইত্যাদি ক্রয় করি এবং ঈদের আনন্দঘন দিনে সেই পোষাকই পরিধান করি। আকর্ষণীয় পোষাক পরিধান করার মন-মানসিকতার কারণে আমি তো কখনও পাগড়ী, লিবাস ইত্যাদি পরার কথা কল্পনাও করিনি। আমার সংশোধনের মাধ্যম এমনই ছিল যে, আমাদের মসজিদে নতুন যে ইমাম সাহেবটি এসেছিলেন সৌভাগ্যক্রমে তিনি ছিলেন কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা’ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত। একদিন তিনি আমাকে **ইনফিরাদি কৌশিশে**র মাধ্যমে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় যোগ দেয়ার জন্য উৎসাহী করে তোলেন। তাঁর **ইরফিরাদি কৌশিশে**র কারণে আমি দুই-একবার সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় যোগদানও করি। একদিন তিনি আমার আব্বাজানকে **দা’ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত সুন্নাতে ভরা বয়ান **‘মুর্দে কি বে বসী’** নামক ক্যাসেটটি উপহার দিলেন। **আল্লাহ্ তাআলার** রহমতে এক রাতে এই ক্যাসেটটি আমিও শোনার সৌভাগ্য অর্জন করলাম। اَلْحَمْدُ لِله عَزَّوَجَلَّ বয়ানটি শুনার বরকতে আমার মনের দুনিয়া পরিবর্তন হতে

www.dawateislami.net

লাগল। বিশেষ করে এই বাক্যটি "মৃত্যুর পর মানুষকে অন্ধকার কবরে রেখে দেওয়া হবে, গাড়ি থাকলে তাও গ্যারেজেই দাঁড়িয়ে থাকবে" আমার হৃদয়ে মাদানী পরিবর্তন সৃষ্টি করে দেয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি সাথে সাথে আমার বিগত জীবনের সমস্ত গুনাহ্ থেকে তাওবা করে নিই। আমার মোবাইল ফোন ও কম্পিউটারকেও গান-বাজনা ও মিউজিক থেকে পবিত্র করে নিলাম, আর **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম। এই মাদানী পরিবেশ আমার আমূল পরিবর্তন সাধন করেছে। আমি আমার মুখে **প্রিয় আক্বা, মক্কী-মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুহাব্বতের নিশান দাঁড়ি সাজিয়ে নিয়েছি, মাথায় পাগড়ী শরীফ সাজিয়ে নিয়েছি। সুন্নাত মোতাবেক মাদানী লেবাস পরা আরম্ভ করে দিয়েছি। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এ বর্ণনা দান কালে আমি ইউনিভার্সিটির হোষ্টেলে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র "শোবায়ে তালিম (ছাত্র বিভাগ)" এর একজন যিম্মাদার হিসেবে মাদানী কাজের সাড়া জাগিয়ে তোলার কাজে নিয়োজিত আছি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষে সুন্নাতের ফযীলত এবং কিছু সুন্নাত ও আদব বর্ণনার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) আমার সুন্নাতকে ভালবাসল সে (মূলত) আমাকে ভালবাসল আর যে আমাকে ভালবাসল, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।" (ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সুরমা লাগানোর ৪টি মাদানী ফুলঃ

(১) সুনানে ইবনে মাজাহ শরীফের রিওয়াতে রয়েছে যে, সব সুরমার চাইতে উত্তম সুরমা হচ্ছে ইসমাদ। কেননা এটা দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি করে এবং পালক গজায়। (সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৪৯৭) (২) পাথুরী সুরমা ব্যবহার করাতে অসুবিধা নেই এবং কালো সুরমা কিংবা কাজল রূপচর্চার নিয়্যতে পুরুষের লাগানো মাকরূহ। আর যদি রূপচর্চা উদ্দেশ্যে না হয়, তবে মাকরূহ নয়। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, ৫ম খন্ড, ৩৫৯ পৃষ্ঠা) (৩) শয়ন করার সময় সুরমা লাগানো সুন্নাত। (মিরআতুল মানাজিহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৮০ পৃষ্ঠা) (৪) সুরমা ব্যবহারের বর্ণিত তিনটি পদ্ধতির সারাংশ উপস্থাপন করছি (ক) কখনো উভয় চোখে তিন তিন শলাই (খ) কখনো ডান চোখে তিন শলাই এবং বাম চোখে দুই শলাই, (গ) অথবা কখনো উভয় চোখে দুই বার করে অতঃপর সবশেষে এক শলাই সুরমা লাগিয়ে ওটাকেই পরপর উভয় চোখে লাগান। (শুয়্বুল ঈমান, ৫ম খন্ড, ২১৮-২১৯ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত) এ রকম করাতে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তিনটার উপরই আমল হয়ে যাবে। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সম্মানজনক যত কাজ রয়েছে সব কাজই আমাদের **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ডান দিক শুরু করতেন তাই সর্বপ্রথম ডান চোখে সুরমা লাগাবেন এরপর বাম চোখে।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও দোয়া সমূহ

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ﹰ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ
الْعَالِى الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৩) রহমতের সত্তরটি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের সত্তরটি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কওলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَافِيْ عِلْمِ اللهِ
صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযূরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মাণিত লোকটি কে! যখন তিনি চলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কওলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে,তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজিব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২,৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ,কিতাবুল আদইয়াহ,বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেল:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র,যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেল। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**

www.dawateislami.net